সরকারি নিয়োগের বিরুদ্ধেও সন্ত্রাস

রাজশাহী বিআইটিতে ৬ জন নন-টিচিং স্টাফ নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শুক্রবার ছিল ৬টি পদের লিখিত পরীক্ষার জন্য ধার্য; কিন্তু পরীক্ষা হতে পারেনি। বিআইটির শিক্ষকরা ছিলেন, রিক্রুটমেন্ট কমিটির সদস্যরাও ছিলেন। চাকরি প্রার্থীরাও এসেছিলেন পরীক্ষা দেয়ার জন্য; কিন্তু ওরা কেউই বিআইটি ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেননি। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই পরীক্ষা স্থগিত করে দিয়েছেন।

পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে রাজশাহী ছাত্রদলের তাণ্ডবের কারণে। তারা বিভিন্ন পদে দলীয় লোক নিয়োগের দাবিতে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিআইটির প্রধান ফটক অবরোধ করে রাখে। শত শত পুলিশের সামনে ক্যাম্পাসে তাণ্ডব চালায়। ছাত্রদলের ক্যাডারদের ভয়ে বিআইটির শিক্ষক, রিক্রুটমেন্ট কমিটির সদস্য এবং পরীক্ষার্থী কেউই ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেননি। শুধু তাই নয়, বিপুলসংখ্যক চাকরি প্রার্থীকে ক্যাডাররা নির্যাতন করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এ সময় বিএনপির ক্যাডার বাহিনী বিআইটির পরিচালক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, রাজশাহীর মেয়র মিনু ভাই ঢাকা থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পদে কাউকে নিয়োগ দেয়া যাবে না। মিনু ভাইয়ের দেয়া তালিকা অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডারদের সন্ত্রাস নতুন কোন ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিটি সরকারের আমলেই সন্ত্রাস হচ্ছে। গত সরকারের আমলেও হয়েছে। বিএনপির এর আগের মেয়াদেও ক্যাম্পাসে ছাত্র সংঘর্ষ, মৃত্যু এবং সন্ত্রাস ছিল সাধারণ ব্যাপার; কিন্তু এবার যেন অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস বা অস্ত্রের জোরে ক্যাম্পাস দখল অতীতেও হয়েছে এবারও হচ্ছে- এটা নতুন কোন বিষয় নয়। এবারের ক্যাম্পাস সন্ত্রাসের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে, প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী এমনকি অনেক সাধারণ সমর্থককেও নির্যাতন করে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিয়ে লাগাতার আট মাস ক্লাস করতে না দেয়া। অর্থাৎ তাদের পরীক্ষা বর্ষের ক্ষতি করে অনিয়মিত করে দেয়া। এমনিতেই সেশনজটের কারণে শিক্ষাবর্ষের লস হয়, এর সঙ্গে ছাত্রদল ক্যাডারদের প্রতিহিংসামূলক সন্ত্রাসের ফলে কিছু ছাত্রের শিক্ষাজীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। আরেকটি হচ্ছে, প্রকাশ্যে সন্ত্রাস করে কর্তৃপক্ষকে 'হুকুমের দাসে' পরিণত করা। বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপি পরীক্ষার হলে গিয়ে তার সংগঠনের ছাত্রদের নকল করতে দেয়ার জন্য হুকুম দিয়েছে। প্রথমে সাসপেন্ড করলেও পরে বিএনপির চাপে তার ওপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হয়। অর্থাৎ সরকারিদল তার 'নকল করতে দেয়ার' নির্দেশকে সমর্থন করল। পরে একই কলেজের সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে এক মহিলা ইন্টার্নি ডাক্তারকে তার নির্ধারিত আবাস ছেড়ে এক ছাত্রীর কাছে মাফ চাইতে হয়। এ রকম ঘটনা প্রায় প্রতিটি কলেজেই এবার ঘটেছে। অর্থাৎ ছাত্রদলের ক্যাডারদের নির্দেশেই চালাতে হচ্ছে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর আগে যেটা হতো সেটা হচ্ছে, ছাত্র সংগঠনের নেতা ও ক্যাডাররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাত্র ভর্তির কোটা, ঠিকাদারি জাতীয় কিছু সুযোগ-সুবিধা নিত। এখন ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের 'ক্ষমতায়ন' হয়েছে। নিছক সুযোগ-সুবিধা নেয়ার স্তরে তারা আর নেই। এখন ক্যাম্পাস সন্ত্রাসীরা শিক্ষার প্রশাসনটাই দখল করে নিয়েছে।

রাজশাহী বিআইটির ঘটনা প্রমাণ করল শুধুমাত্র যার যার ক্যাম্পাসের ভেতরেই সন্ত্রাস করে ছাত্রদলের ক্যাডাররা সন্তুষ্ট নয়। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সন্ত্রাস করতে হবে এবং সেটা সকল বিষয়েই। তা না হলে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ নিয়ে এ সন্ত্রাস কেন?

ক্ষমতায় এসেই জোট সরকার ঘোষণা করেছিল, সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক তার রেহাই নেই। কিন্তু সন্ত্রাসীদের এ ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই প্রমাণিত হচ্ছে- সেটা ছিল সরকারের গৎবাঁধা বুলি। বাস্তবে ক্যাম্পাস সন্ত্রাসীদের ক্ষমতায়ন করাই জোট সরকারের নীতি।